[২০২১] ৭ এস.সি.আর. ১১২

ইন্দুস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড

বনাম

কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার (অফশোর) তহবিল ((পূর্বে কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার লিমিটেড নামে পরিচিত) এবং অন্যান্যরা

(২০১৯-এর সালিসী আবেদন (দেওয়ানি) নং ৪৮)

২৬শে মার্চ, ২০২১

[এস. এ. বব্দে,ভারতের প্রধান বিচারপতি, এ.এস. বোপান্না এবং ভি. রামাসুব্রমণিয়ান, বিচারপতিদ্বয়]

দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধি, ২০১৬-এর ধারা ৭ এবং সালিসি ও আপস আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৮ সম্পর্কিত একটি মামলার বিবরণ রয়েছে - আবেদনকারী এবং উত্তরদাতাদের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানিতে উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ দ্বারা বিনিয়োগ করা পছন্দের শেয়ারগুলিকে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করার জন্য প্রযোজ্য গণনা এবং রূপান্তর সূত্র নিয়ে বিতর্ক ছিল- উত্তরদাতারা ও.সি.আর.পি.এস. রিডিম করার জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্থ দাবি করেছিল, কিন্তু আবেদনকারী কোম্পানি ও.সি.আর.পি.এস. রিডিম করতে ব্যর্থ হয়- উত্তরদাতা বিধির ধারা ৭ এর অধীনে কর্পোরেট দেওলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি করে- উক্ত আবেদনে, আবেদনকারী ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করে পক্ষগুলিকে সালিসিতে পাঠানোর নির্দেশনা চেয়েছিল- এন.সি.এল.টি. আবেদনকারী কর্তৃক ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনটি মঞ্জুর করে- যুক্তিসঙ্গত - স্থির করে: যুক্তিসঙ্গত - যখন একটি প্রক্রিয়া ইন রেম হয় তখনই বিতর্কটি নন-আর্বিট্র্যাবল হয় এবং একটি দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধি প্রক্রিয়া কেবল তখনই ইন রেম হিসাবে বিবেচিত হয় যখন এটি ভর্তি হয়- যদি খেলাপি হয় এবং ঋণ পরিশোধযোগ্য হয়, যার কারণে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনটি ভর্তি করতে অগ্রসর হয়, তবে প্রক্রিয়াটি ইন রেম এবং দেওলিয়া প্রক্রিয়ার সালিসিযোগ্যতার প্রশ্ন উঠবে না- যদি নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে কোম্পানি দ্বারা কোনো খেলাপি সংঘটিত হয়নি, তবে ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনটি খারিজ করা হবে এবং পক্ষগুলি একটি উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় সালিসি ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ সুরক্ষিত করতে পারে- বর্তমান ক্ষেত্রে, ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনটি তখনও ভর্তি হয়নি, তাই এটি ইন রেম প্রক্রিয়ার মর্যাদা অর্জন করেনি- এন.সি.এল.টি. যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, তাতে কোনো ভুল নেই, কারণ আবেদনকারী কর্তৃক উপস্থাপিত নথি ইঙ্গিত করে যে ও.সি.আর.পি.এস. এর বিপরীতে ইকুইটি শেয়ার বরাদ্দ তখনও পক্ষগুলির মধ্যে আলোচনার বিষয় ছিল এবং এটিকে খেলাপি হিসাবে আখ্যায়িত করার মতো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়নি –

ফলস্বরূপ, যেহেতু এন.সি.এল.টি. এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, কোনো খেলাপি হয়নি, তাই এই পর্যায়ে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদন খারিজ করা ন্যায্য - যদিও ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে, তবে তা ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ১১ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনের বিবেচনার সাপেক্ষে - উল্লিখিত বিতর্কগুলো একই সদস্যদের নিয়ে গঠিত, তবে প্রতিটি চুক্তির জন্য পৃথকভাবে গঠিত সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সমাধান করা হবে।

আপিল খারিজ করে এবং সালিসি আবেদন মঞ্জুর করে, আদালত

আদেশ:১.১. বর্তমান প্রকৃতির একটি বাস্তবিক পরিস্থিতিতে, যখন রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং সেই দিকে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, এমনকি যদি রিডেম্পশন তারিখ এবং তফসিল জে-এর ধারাটি বিবেচনায় রাখা হয় যা নির্দেশ করে যে রিডেম্পশন মূল্য একটি বকেয়া ঋণ গঠন করবে, যখন পক্ষগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট লেনদেন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি, যেহেতু এটি কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের ৩০ শতাংশ ছিল নাকি সঠিক সূত্র প্রয়োগ করে ১০ শতাংশ ছিল তা চূড়ান্ত হয়নি এবং পরবর্তীতে সম্মত বা অসম্মত হয়নি, তখন এটি বলা উপযুক্ত হতো না যে, খেলাপি হয়েছে এবং কেবল এই কারণে আবেদনটি গ্রহণ করা হতো না যে, উত্তরদাতা কর্তৃক মূলত সম্মত তারিখ অনুযায়ী একটি দাবি করা হয়েছিল এবং একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছিল। নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনা প্রক্রিয়ায়, খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার আগে নির্দিষ্ট মামলার তথ্য বিবেচনা করা উচিত, এমনকি যদি শব্দটির কঠোর অর্থে ঋণ থাকে, যা বর্তমান মামলায় নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

১.২. এমন পরিস্থিতিতে যদি নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ নথিতে উপলব্ধ উপকরণ থেকে দেখতে পায় যে, এটিকে খেলাপি বলার মতো পরিস্থিতি এখনও উপযুক্ত হয়নি, বিশেষ করে যদি এটি সন্তুষ্ট হয় যে এটি একটি লাভজনক কোম্পানি এবং বিবেচনা করার মতো আরও কিছু কারণ রয়েছে, তবে সেই বিষয়ে উপযুক্ত আদেশ জারি করা হবে; যার পরিণতি হতে পারে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অবস্থান বিবেচনা করে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদন খারিজ করা। অন্যথায়, যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে ঋণ আছে, সেখানে খেলাপিও ধরে নেওয়া হয় এবং প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় হয়ে যায়, তবে একটি কোম্পানি যা দক্ষতার সাথে তার প্রশাসন পরিচালনা করছে এবং পরিকল্পিতভাবে তার ঋণ পরিশোধ করছে, সেটিও কর্পোরেট দেওলিয়া সমাধান প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারে এবং এমন একটি প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়তে পারে যেখান থেকে ফিরে আসার কোনো পথ নেই।

ফলস্বরূপ, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনটি বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার আগে অবশ্যই পুরো পরিস্থিতিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করবে। এটি দাবি করা হয়েছিল যে, যখন ঋণ বকেয়া দেখানো হয় এবং তা পরিশোধ করা হয়নি, তখন নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে খেলাপি রেকর্ড করতে হবে এবং আবেদনটি গ্রহণ করতে হবে; এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার স্বার্থ বিপন্ন হয় না, কারণ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত গ্রহণ আদেশ এন.সি.এল.এ.টি. এবং তারপরে সুপ্রিম কোর্টে আপিলযোগ্য, যেখানে আদেশের সঠিকতা যেকোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হবে। এটি বিতর্কের বাইরে থাকতে পারে না যে, যদি নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ এমন মতামতও গ্রহণ করে যে, আবেদনটি বিবেচনা করার জন্য উপযুক্ত নয় বা এতে সমস্ত উপাদান নেই, বিশেষ করে খেলাপি, আবেদনটি গ্রহণ করার জন্য, কারণ এই ধরনের আদেশও এন.সি.এল.এ.টি. এবং সুপ্রিম কোর্টে আপিলযোগ্য থাকবে যেখানে সেই বিষয়েও সঠিকতা পরীক্ষা করা হবে।

১.৩. প্রশ্নটি হলো, উত্তরদাতার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ এই ধরনের একটি মামলায় সালিসি আহ্বানের ন্যায্যতা রয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ করে কোনো গুরুতর ভুল করেছে কিনা। যে পর্যায়ে এই পর্যবেক্ষণটি করা হয়েছিল, সেটি প্রাসঙ্গিক হবে। যদি মামলাটি ইন রেম প্রক্রিয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যেত, তাহলে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ ন্যায্য এবং টেকসই হতো না, কিন্তু অন্যথায়। বর্তমান ক্ষেত্রে, আবেদনটি তখনও গ্রহণ করা হয়নি এবং তাই এটি ইন রেম প্রক্রিয়ার মর্যাদা অর্জন করেনি।

১.৪. যখন বিষয়টি সালিসিযোগ্য নয় তা নির্ধারণের জন্য যে পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করা হবে এবং সেই পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে, ইন রেম পদক্ষেপগুলি সালিসিযোগ্য নয়। একটি বিতর্ক নন-আর্বিট্র্যাবল হবে যখন একটি প্রক্রিয়া ইন রেম হবে এবং একটি দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধি প্রক্রিয়া শুধুমাত্র তখনই ইন রেম হিসাবে বিবেচিত হবে যখন এটি গ্রহণ করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন।

বিদ্যা দ্রোলিয়া এবং অন্যান্যরা বনাম দুর্গা ট্রেডিং কর্পোরেশন (২০২১) ২ এসসিসি ১ - এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

১.৫. দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে একটি আবেদনকে ইন রেম প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করার জন্য, এটি অপরিহার্য যে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে তার মন প্রয়োগ করতে হবে, খেলাপির একটি সিদ্ধান্ত রেকর্ড করতে হবে এবং আবেদনটি গ্রহণ করতে হবে। গৃহীত হলে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সমস্ত পাওনাদারদের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের অধিকার তৈরি হয় এবং এর এরগা ওমনেস প্রভাব থাকবে। সুতরাং, শুধুমাত্র আবেদন দাখিল করা এবং গৃহীত হওয়ার আগে তার বিচারাধীন থাকা ইন রেম প্রক্রিয়ার সূচনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। তাই, কর্পোরেট দেওলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া বিবেচনার জন্য আবেদন গ্রহণ করাই প্রাসঙ্গিক পর্যায় যা প্রক্রিয়ার বিচারাধীন অবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণ করবে এবং শুধুমাত্র আবেদন দাখিল করাকে দেওলিয়া প্রক্রিয়ার সূচনা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

১.৬. যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে তা দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে দাখিল করা একটি আবেদনের মধ্যে উদ্ভূত হচ্ছে, এটি গৃহীত হওয়ার আগে এবং তাই এখনও ইন রেম পদক্ষেপ নয়। এই ধরনের আবেদনে, ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে সালিসিতে রেফারেন্স চেয়ে একটি আবেদন দাখিল করা হলে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ২৩৮ এর অধীনে অন্যান্য সমস্ত আইনকে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধি বাতিল করবে - এই আইনি অবস্থানের কোনো বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে, অভিযুক্ত কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করলেও, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে দাখিল করা আবেদন এবং এর সাথে উত্পাদিত উপকরণগুলির বাইরে এর স্বাধীন বিবেচনা উদ্ভূত হবে না। নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনের সাথে উপলব্ধ করা উপাদান এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সংস্করণ বিবেচনা করতে বাধ্য। এর কারণ হলো, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির অধীনে প্রক্রিয়ার পরিধি এবং নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনার জন্য একটি সময়সীমা থাকার কারণে, শুধুমাত্র প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার জন্য কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক অযৌক্তিক প্রতিরক্ষা উত্থাপন করে প্রক্রিয়াটিকে ব্যর্থ করা যাবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এমনকি যদি ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করা হয়, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষের দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনের উপর উত্থাপিত যুক্তিগুলি বিবেচনা করার, আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক তার সামনে রাখা উপাদান পরীক্ষা করার এবং খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে একটি সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করার দায়িত্ব রয়েছে।

এটি করার সময়, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক উত্থাপিত যুক্তিটিও উল্লেখ করা উচিত যে প্রতিরক্ষায় সারবত্তা আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে এবং খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে। যদি নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্ত হয় যে খেলাপি হয়েছে এবং ঋণ পরিশোধযোগ্য, তাহলে প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার জন্য সালিসির ধোঁকা কাজ করবে না, এই অবস্থান সত্ত্বেও যে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিটিতে নির্বিবাদে একটি সালিসি ধারা রয়েছে। তাছাড়া, যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় যে খেলাপি হয়েছে এবং ঋণ পরিশোধযোগ্য, যার কারণে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর উপ-ধারা ৫(ক) অনুসারে আবেদনটি গ্রহণ করার জন্য আদেশ দিতে অগ্রসর হয়, তাহলে প্রক্রিয়াটি ইন রেম প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হবে যার এরগা ওমনেস প্রভাব থাকবে, যার ফলে তথাকথিত ইন্টার সে বিতর্কের সালিসিযোগ্যতার প্রশ্ন উঠবে না। অন্যদিকে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এমন বিবেচনার পর যদি এই সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করা হয় যে কোম্পানি কর্তৃক কোনো খেলাপি সংঘটিত হয়নি, তাহলে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর উপ-ধারা ৫(খ) অনুসারে আবেদনটি খারিজ হয়ে যাবে, যা পক্ষগুলির জন্য আইন দ্বারা অনুমিত একটি উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় সালিসি ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ সুরক্ষিত করার পথ উন্মুক্ত করবে এবং এন.সি.এল.টি. এর ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে এমন আবেদনে কোনো আদেশ পাস করার প্রয়োজন হবে না।

১.৭. পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষের সামনে বিচারাধীন যেকোনো প্রক্রিয়ায়, যদি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার থেকে ঋণ বকেয়া থাকা এবং খেলাপি হওয়ার বিষয়ে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করার পর এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করা হয়, তবে এর পরে ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে করা কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদন এখনও গৃহীত হয়নি এবং এই ধরনের প্রক্রিয়ায়, যদি ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করা হয়, তাহলে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ প্রথমে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনটি খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে একটি সন্তুষ্টি রেকর্ড করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য, এমনকি যদি ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে আবেদনটি বিবেচনার জন্য রাখা হয়। এমন ক্ষেত্রে, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির

ধারা ৭ এর আবেদনের উপর করা বিবেচনার স্বাভাবিক পরিণতি ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর আবেদনের উপর বর্তাবে।

১.৮. ০৯.০৬.২০২০ তারিখের আদেশটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ, এন.সি.এল.টি. ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনটিকে প্রধান বিবেচনা হিসাবে গ্রহণ করলেও, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনটিও এর সাথে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উক্ত আদেশের একটি অংশ করা হয়েছে। আদেশটি আরও পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিল যে, খেলাপি না হলে এবং ঋণ পরিশোধযোগ্য না হলে তার সামনে বিষয়টি আর বিবেচনা করা যাবে না। এটি আদেশের অনুচ্ছেদ ৫.১৩ এ থাকা পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ট। অনুচ্ছেদ ৫.১৪ এ আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ, নথিতে উপলব্ধ উপকরণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, জড়িত বিষয়টি খেলাপি হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়নি এবং সেই প্রসঙ্গে কোম্পানির সালিসি ধারা আহ্বানের দাবি ন্যায্য বলে সঠিকভাবেই রায় দিয়েছে, তবে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ সালিসি সম্পর্কে সঠিকভাবেই কিছুই করেনি এবং এটি এই আদালতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। তদনুসারে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ অনুচ্ছেদ ৫.১৫ এ স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করেছে যে তারা সন্তুষ্ট নয় যে একটি খেলাপি হয়েছে।

১.৯. এন.সি.এল.টি. সচেতন ছিল যে, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে একটি আবেদন বিবেচনা করার সময় নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধারা ৩(১২) এর অর্থ অনুযায়ী খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিচারিক সিদ্ধান্ত থাকা উচিত। এন.সি.এল.টি. এই সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করার পর এই আদালতে বিচারাধীন সালিসি আবেদনটি নোট করে এবং তদনুসারে প্রক্রিয়াটি শেষ করে।

১.১০. বর্তমান মামলায় নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ, এন.সি.এল.টি. কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে কোনো ভুল পাওয়া যায় না যদি আবেদনকারী কর্তৃক আবেদনের সাথে উত্পাদিত নথিগুলি উল্লেখ করা হয়। এটি ইঙ্গিত করে যে, কিউআইপিও-এর পরিপ্রেক্ষিতে ও.সি.আর.পি.এস. এর বিপরীতে ইকুইটি শেয়ার বরাদ্দ তখনও পক্ষগুলির মধ্যে আলোচনার বিষয় ছিল এবং এটিকে খেলাপি হিসাবে আখ্যায়িত করার মতো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়নি।

১.১১. ২১.১১.২০১৮ তারিখে আবেদনকারী কর্তৃক উত্তরদাতা নং ৪-কে সম্বোধন করা চিঠিতে মূল বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল যা রূপান্তর এবং রূপান্তরযোগ্য সিকিউরিটিগুলিকে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করার বিষয়ে সমাধান করা প্রয়োজন, যেহেতু বিদ্যমান প্রক্রিয়াটি এই রূপান্তর ছাড়া এগিয়ে যেতে পারে না। ১৭.১২.২০১৮ তারিখে উত্তরদাতা নং ৪ কর্তৃক আবেদনকারীকে সম্বোধন করা চিঠিতে প্রকৃতপক্ষে রূপান্তরের অংশীদারিত্ব এবং বিতর্কটি কোম্পানির শেয়ার মূলধনের ১০ শতাংশ হওয়া উচিত কিনা, যা আবেদনকারী দ্বারা প্রস্তাবিত ৩০ শতাংশ, যেমন কেআইভিএফ দাবি করেছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। এটিই সেই দিক, যা পক্ষগুলির মধ্যে এখনও বিতর্কিত বলে দাবি করা হচ্ছে, যে বিষয়ে আবেদনকারী সালিসি চেয়েছে, যা নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষও উল্লেখ করেছে।

১.১২. এই পরিস্থিতিতে, এই বিষয়টি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এবং ইকুইটি শেয়ার জারি করার প্রসঙ্গে আবেদনকারী কর্তৃক উত্তরদাতা নং ৪-কে প্রদেয় পরিমাণ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ঋণের অর্থ পরিশোধে খেলাপি হয়েছে বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অকাল হবে। এই প্রক্রিয়ায়, যদি এই নির্ধারিত পরিমাণ পরিশোধ না করা হয়, তবে সেই পর্যায়ে এটি খেলাপি বলে গণ্য হবে। অতএব, যদি বিষয়টি যেকোনো দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ, এন.সি.এল.টি. কর্তৃক দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনের উপর প্রদত্ত আদেশটি বর্তমান পরিস্থিতিতে সঠিক বলে বিবেচিত হয় না, বরং আবেদনকারী কর্তৃক ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ১১ এর অধীনে এই আদালতে দাখিল করা আবেদনে সালিসি ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য করা প্রার্থনাও ন্যায্য।

১.১৩. সেই পরিস্থিতিতে, যদিও ০৯.০৬.২০২০ তারিখের আদেশের কার্যকরী অংশে ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনটি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ফলস্বরূপ দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে; বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এটিকে উল্টোভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অতএব, যেহেতু নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে কোনো খেলাপি হয়নি, তাই এই পর্যায়ে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদন খারিজ করা ন্যায্য। যদিও ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে আবেদনটি মঞ্জুর করা হয়েছে, তবে এটি যেকোনো ক্ষেত্রে এই আদালতে ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ১১ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনের বিবেচনার সাপেক্ষে হবে।

১.১৪. বর্তমান পরিস্থিতিতে, যদি সালিসি প্রক্রিয়া শুরু না হয় এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিতর্ক সেইভাবে সমাধান না হয়, কারণ এন.সি.এল.টি.-এর সামনে প্রক্রিয়াটি শেষ হয়ে গেছে, তাহলে পক্ষগুলির কাছে কোনো প্রতিকার থাকবে না। এই পরিস্থিতিতে, পক্ষগুলির জন্য তাদের বিতর্ক সমাধানের একমাত্র প্রতিকার হলো সালিসি, তাই সালিসি ধারার সারমর্ম বিবেচনা করা এবং একটি উপযুক্ত সালিসি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

১.১৫. সালিসি চুক্তিটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সালিসি মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে এবং তিনজন সালিস দ্বারা পরিচালিত হবে। নিয়োগের উদ্দেশ্যে, কেআইভিএফ আই, কেআইইটি এবং কেআইভিএল যৌথভাবে একজন সালিস নিয়োগ করবে এবং আবেদনকারী কোম্পানির প্রবর্তকরা তাদের সালিস নিয়োগ করবে। দ্বিতীয় চুক্তিতে, 'কেএমআইএল' বিনিয়োগকারী হিসাবে অন্য পক্ষে রয়েছে। তৃতীয় চুক্তিতে 'কেআইভিএফআই' বিনিয়োগকারী হিসাবে অন্য পক্ষে রয়েছে এবং চতুর্থ চুক্তিতে প্রথম চুক্তির মতো একই ধারা রয়েছে। এইভাবে নিযুক্ত দুই সালিস তৃতীয় সালিসকে নিয়োগ করবেন যিনি সভাপতি হবেন। বিভিন্ন চুক্তিতে অনুচ্ছেদ (গ) যদিও কেআইভি-এর প্রতিটি সত্তা এবং শেয়ারে বিনিয়োগকৃত অর্থের উল্লেখ করে, তবে এতে বিধান করা হয়েছে যে, কেএমআইএল, কেআইভিএফ আই, কেআইইটি এবং কেআইভিএল দ্বারা সাবস্ক্রাইব করা ইকুইটি শেয়ার এবং পছন্দের শেয়ারগুলিকে সম্মিলিতভাবে 'আর্থিক বিনিয়োগকারীদের শেয়ার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি উল্লিখিত দিকটি বিবেচনা করা হয়, যেখানে জড়িত বিষয়গুলির প্রকৃতি মূলত পছন্দের শেয়ারগুলিকে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর এবং তার অধীনে কাজ করার সূত্র নিয়ে, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের বিবেচনা একই সদস্যদের নিয়ে গঠিত, তবে প্রতিটি চুক্তির জন্য পৃথকভাবে গঠিত সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সমাধান করা যেতে পারে। সালিসি ট্রাইব্যুনাল এর জন্য আন্তর্জাতিক সালিসির বিধানকারী চুক্তিতে পৃথক কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং গার্হস্থ্য বিতর্কগুলোকে একত্রিত করে কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতিগুলি কাজ করার সুযোগ থাকবে।

১.১৬. যেহেতু আবেদনকারী কোম্পানি তাদের চিঠির মাধ্যমে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী ভি. এন. খারে-কে মনোনীত করেছে, তাই উল্লিখিত সালিসকে কোম্পানি এবং প্রবর্তকদের দ্বারা যৌথভাবে প্রস্তাবিত হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

শ্রী বিচারপতি আর.এম. লোধা, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে দ্বিতীয় সালিস হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে, যেহেতু উত্তরদাতারা মনোনয়ন দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই সালিসরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তৃতীয় একজন সালিসকে সালিসি ট্রাইব্যুনাল-এর চেয়ারপারসন হিসেবে মনোনীত করবেন।

ইনোভেন্টিভ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম আইসিআইসিআই ব্যাংক এবং আরেকজন (২০১৮) ১ এসসিসি ৪০৭: [২০১৭] ৮ এসসিআর ৩৩;সুইস রিবনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (২০১৯) ৪ এসসিসি ১৭: [২০১৯] ৩ এসসিআর ৫৩৫;বুজ অ্যালেন অ্যান্ড হ্যামিল্টন ইনক. বনাম এসবিআই হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০১১) ৫ এসসিসি ৫৩২:[২০১১] ৭ এসসিআর ৩১০;এ. আইয়াসামি বনাম এ. পরমাসিভাম এবং অন্যান্যরা (২০১৬) ১০ এসসিসি ৩৮৬: [২০১৬] ১১ এসসিআর ৫২১;পায়োনিয়ার আরবান ল্যান্ড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা [২০১৯] ১০ এসসিআর ৩৮১;এম/এস ডুরো ফেলগুয়েরা এস.এ বনাম এম/এস গঙ্গাভারম পোর্ট লিমিটেড (২০১৭) ৯ এসসিসি ৭২৯ : [২০১৭] ১০ এসসিআর ২৮৫-উল্লেখিত।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[২০১৭] ৮ এসসিআর ৩৩	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০১৯] ৩ এসসিআর ৫৩৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১১] ৭ এসসিআর ৩১০	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৬
(২০২১) ২ এসসিসি ১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১১] ৭ এসসিআর ৩১০	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৬] ১১ এসসিআর ৫২১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৯] ৩ এসসিআর ৫৩৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৪
[২০১৯] ১০ এসসিআর ৩৮১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৪
[২০১৭] ১০ এসসিআর ২৮৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৩৫

ইন্দুস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার (অফশোর) তহবিল (পূর্বে কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার লিমিটেড নামে পরিচিত)

১২১

দেওয়ানী মূল এখতিয়ার:২০১৯ সালের সালিসি আবেদন (দেওয়ানী) নং ৪৮।

১৯৯৬ সালের সালিসি ও আপস আইনের ধারা ১১(৩) সহ ধারা ১১(৪)(ক) এবং ১১(১২)(ক) এর অধীনে সালিস নিয়োগের জন্য আবেদন।

২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১০৭০ সহ।

আবেদনকারীর পক্ষে: শ্যাম দিওয়ান, মুকুল রোহতগি, রীতিন রায়, সি.এ. সুন্দরাম, প্রবীণ আইনজীবী, মোহিত কাপুর, শ্রীমতী সানাম ত্রিপাঠি, শ্রীমতী অনুরাধা অগ্নিহোত্রী, শ্রীমতী রাধিকা গৌতম, জাফর ইনায়েত, শ্রীমতী গুঞ্জন মাথুর, শ্রীমতী কৃতিকা ভরদ্বাজ, আইনজীবীরা।

উত্তরদাতাদের পক্ষে: ড. অভিষেক মনু সিংভি, দারিয়াস খাম্বাতা, আত্মারাম এনএস নাদকার্নি, নীরজ কিষাণ কাউল, নকুল দেওয়ান, ইকবাল ছাগলা, প্রবীণ আইনজীবী, আভিশকার সিংভি, যতীন পোর, শ্রীমতী অঙ্কিতা আগরওয়াল, চন্দ্র প্রকাশ (এম/এস ডিএসকে লিগ্যাল এর জন্য), বিনীত মালহোত্রা, মোহিত পল, অভিষেক শ্রীনিবাসন, বিশাল গোহরি, এস.এস. রেবেলো, শ্রীমতী সুনয়না ফুল, আদিত্য দেওয়ান, শ্রীমতী উদিতা সিং, সোমেশ চন্দ্র ঝা, সালিম এম. সায়েদ, প্রবীন চন্দ্র, রাহুল নারং, নীতিন মিশ্র, শ্রীমতী মিতালি গুপ্ত, পবন জিত বিন্দ্রা, শ্রীমতী আস্থা মেহতা, শ্রীমতী বিশাখা, শ্রীমতী দীপান্বিতা প্রিয়াঙ্কা, আইনজীবীরা।

আদালতের নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেন

রায়

১. বিশেষ অনুমতি প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো।

২. 'ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড' কর্তৃক ১৯৯৬ সালের সালিসি ও আপস আইন (সংক্ষেপে '১৯৯৬ আইন') এর ধারা ১১(৩) সহ ধারা ১১(৪)(ক) এবং ১১(১২)(ক) এর অধীনে এই সালিসি আবেদনটি দায়ের করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ এর পক্ষে একজন সালিস নিয়োগ করা, যাতে আবেদনকারী এবং এখানে উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ এর মধ্যে উদ্ভূত বিতর্কগুলির মীমাংসা করার জন্য একটি সালিসি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যায়। এই আদালতে আবেদন দায়ের করার কারণ হলো, উত্তরদাতা নং ১ মরিশাস-ভিত্তিক একটি কোম্পানি এবং বিতর্কটি আন্তর্জাতিক সালিসি হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে। উত্তরদাতা নং ২ থেকে ৪ যদিও ভারতীয় সত্তা, তারা উত্তরদাতা নং ১ এর সহযোগী উদ্যোগ। উপরন্তু, আবেদনকারী অনুসারে, জড়িত বিষয়টি একই, যদিও বিভিন্ন চুক্তির অধীনে, সালিসি একটি একক প্রক্রিয়া হিসাবে, একটি একক সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। তাই, কার্যকারণগুলি বিভক্ত না করে এবং উত্তরদাতা নং

২ থেকে ৪ এর সাথে অনুরূপ বিতর্কগুলির বিষয়ে হাইকোর্টে তাদের প্রতিকার না চেয়ে এই আদালতে একটি সাধারণ আবেদন দায়ের করা হয়েছে।

৩. সালিসি ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য এই আবেদনটি ২০.০৭.২০০৭, ১২.০৭.২০০৭, ০৯.০১.২০০৮ তারিখের শেয়ার সাবস্ক্রিপশন এবং শেয়ারহোল্ডারস অ্যাগ্রিমেন্টস (সংক্ষেপে এসএস এবং এসএ) এবং ২২.০৩.২০১৩ ও ১৯.০৭.২০১৭ তারিখের সম্পূরক অ্যাগ্রিমেন্টস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই চুক্তিগুলির মাধ্যমে উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ ইনডাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে ইকুইটি শেয়ার এবং ও.সি.আর.পি.এস. সাবস্ক্রাইব করেছিল। ব্যবসা পরিচালনার প্রক্রিয়ায়, আবেদনকারী কোম্পানি একটি যোগ্য প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (সংক্ষেপে কিউআইপিও) করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইস্যু অফ ক্যাপিটাল অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকওয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৮ (সংক্ষেপে সেবি রেগুলেশনস) এর প্রবিধান ৫(২) অনুযায়ী, যে কোম্পানির কোনো বকেয়া রূপান্তরযোগ্য সিকিউরিটিজ বা অন্য কোনো অধিকার রয়েছে যা কোনো ব্যক্তিকে ইস্যুকারীর ইকুইটি শেয়ার গ্রহণ করার বিকল্প দেবে, সেটি কিউআইপিও করার অধিকারী নয়।

৪. এই কারণে, উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ এর জন্য ইনডাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেডে বিনিয়োগ করা তাদের নিজ নিজ পছন্দের শেয়ারগুলিকে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে আবেদনকারী কোম্পানি উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ দ্বারা বিনিয়োগ করা ও.সি.আর.পি.এস. গুলিকে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করার প্রস্তাব দেয়। আলোচনার এই প্রক্রিয়ায়, আবেদনকারী কোম্পানি এবং উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ এর মধ্যে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, যা উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ এর পছন্দের শেয়ারগুলিকে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গণনা এবং রূপান্তর সূত্র সম্পর্কিত। উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ দ্বারা প্রয়োগকৃত সূত্র অনুসারে, তারা দাবি করেছিল যে তারা মোট পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ৩০ শতাংশ ইকুইটি শেয়ারে পাওয়ার অধিকারী হবে। আবেদনকারী কোম্পানি, নিরীক্ষক এবং মূল্যায়নকারীর প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে দাবি করেছে যে, উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ তাদের রূপান্তর সূত্র অনুযায়ী মোট পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের প্রায় ১০ শতাংশ পাওয়ার অধিকারী হবে।

৫. আবেদনকারী কোম্পানির মতে, আলোচ্য বিতর্কটি উপযুক্ত সূত্র গ্রহণ করা এবং পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের প্রকৃত শতাংশে পৌঁছানো নিয়ে, যা ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত হবে এবং তারপরে যদি কোনো অর্থ ফেরত দেওয়ার থাকে। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত অর্থ পরিশোধের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অতএব, কোনো 'ঋণ' বা 'খেলাপি' নেই, এবং আবেদনকারী কোম্পানি অর্থ পরিশোধে অক্ষমও নয়।

আবেদনকারী কোম্পানি একটি লাভজনক কোম্পানি এবং এর দৈনন্দিন কার্যক্রমে নিযুক্ত আছে। যেহেতু পক্ষগুলি নিজেরাই বিষয়টি সমাধান করেনি, তাই আবেদনকারী কোম্পানি দাবি করে যে, উল্লিখিত বিতর্কটি সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সালিসির মাধ্যমে সমাধান করা উচিত।

৬. এই বিষয়ে, উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ অবশ্য দাবি করবে যে, উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ কর্তৃক ও.সি.আর.পি.এস. সাবস্ক্রাইব করার বিষয়টি বিতর্কিত নয়। এই ধরনের ঘটনায়, এটি রিডিম করার পর, আবেদনকারী কোম্পানি কর্তৃক অর্থ পরিশোধ করা আবশ্যক। উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ দাবি করে যে, ও.সি.আর.পি.এস. রিডিম করার পর, ৩৬৭,০৮,৫৬,৫০৩/- (তিনশত সাতষট্টি কোটি আট লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশত তিন) টাকা বকেয়া এবং পরিশোধযোগ্য হয়ে পড়েছিল। উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ উল্লিখিত অর্থ দাবি করার পর এবং আবেদনকারী কোম্পানি কর্তৃক তা পরিশোধ না করায়, দাবি করা হয়েছে যে, এটি খেলাপি হিসাবে গণ্য হয়েছে। দাবি করা হয়েছে যে, কোম্পানি কর্তৃক ঋণ পরিশোধ না করায়, এটি উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ কে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধি, ২০১৬ (সংক্ষেপে দেওলিয়া বিধি) এর অধীনে প্রদত্ত কর্পোরেট দেওলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া (সংক্ষেপে সিআইআরপি) শুরু করে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ, এন.সি.এল.টি. এর এখতিয়ার প্রয়োগ করার একটি কারণ দিয়েছে।

৭. তদনুসারে, এখানে উত্তরদাতা নং ২ ১৬.০৮.২০১৯ তারিখের আইবিসি নং ৩০৭৭/২০১৯ এর অধীনে এন.সি.এল.টি. তে দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদন দাখিল করে সমাধান পেশাদার নিয়োগের জন্য আবেদন করে। উক্ত আবেদনে, এখানে আবেদনকারী কোম্পানি ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে বিবিধ আবেদন নং ৩৫৯৭/২০১৯ দাখিল করে পক্ষগুলিকে সালিসিতে পাঠানোর নির্দেশ চেয়েছিল, যার কারণগুলি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সালিসি আবেদনের যুক্তির অনুরূপ। এখানে উত্তরদাতা নং ২ উল্লিখিত আবেদনটি বিবেচনার বিরোধিতা করেছিল।

৮. এন.সি.এল.টি., মুম্বাই বেঞ্চ-৪, তার ০৯.০৬.২০২০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলি নোট করেছে এবং এখানে আবেদনকারী কর্তৃক ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনটি মঞ্জুর করেছে। ফলস্বরূপ, এখানে উত্তরদাতা নং ২ কর্তৃক দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে। এখানে উত্তরদাতা নং ২ এন.সি.এল.টি. কর্তৃক ০৯.০৬.২০২০ তারিখে প্রদত্ত উল্লিখিত আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এই সংযুক্ত এসএলপি তে এই আদালতের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

৯. যেহেতু উপরে উল্লিখিত দুটি আবেদনে পক্ষগুলির পদমর্যাদা ভিন্ন, তাই সহজ রেফারেন্স এবং স্পষ্টতার জন্য, পক্ষগুলিকে তাদের নাম দ্বারা উল্লেখ করা হবে এবং সালিসি আবেদনের উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৪ কে সম্মিলিতভাবে 'কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার' হিসাবে উল্লেখ করা হবে।

১০. উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, আমরা ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে শ্রী শ্যাম দিওয়ান, শ্রী আর্যমা সুন্দরম, শ্রী মুকুল রোহতগি এবং শ্রী রিতিন রায়, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি। কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার এর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী ড. অভিষেক মনু সিংভি, এবং অন্যান্য পক্ষগুলির পক্ষে শ্রী খাম্বাটা, শ্রী নীরজ কিষাণ কাউল, শ্রী নকুল দেওয়ান, শ্রী এএনএস নাদকার্নি এর বক্তব্যও শুনেছি এবং আবেদনের কাগজপত্র পরীক্ষা করেছি।

১১. প্রকৃতপক্ষে, ২০.০৭.২০০৭, ১২.০৭.২০০৭, ০৯.০১.২০০৮ তারিখের এসএস এবং এসএ এবং ২২.০৩.২০১৩ ও ১৯.০৭.২০১৭ তারিখের সম্পূরক চুক্তিগুলি থেকে উদ্ভূত পক্ষগুলির মধ্যে প্রবেশ করা লেনদেনটি বিতর্কিত নয়। ২০.০৭.২০০৭, ১২.০৭.২০০৭ এবং ০৯.০১.২০০৮ তারিখের এসএস এবং এসএ এর ধারা ২০.৪ এ কোনো বিতর্ক, মতবিরোধ বা দাবি উদ্ভূত হলে সালিসির বিধান রয়েছে, এটিও বিতর্কিত নয়। উপরন্তু, সম্পূরক চুক্তিগুলির ধারা ১৩ এবং ১৯ যথাক্রমে বিধান করে যে, ২০.০৭.২০০৭ তারিখের এসএস এবং এসএ চুক্তির ধারা ২০.৪ এ সালিসির বিধান সম্পূরক চুক্তিতে প্রযোজ্য হবে, এটিও স্পষ্ট। যদি সেই প্রেক্ষাপটে বিষয়টি দেখা হয়, তাহলে ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ১১ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনে এই আদালতের অন্য কোনো দিক বিবেচনা করার প্রয়োজন হবে না, কারণ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, সালিসি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলে পক্ষগুলির মধ্যে উপরে উল্লিখিত বিতর্ক সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত বিষয় সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিবেচিত হবে। তবে, সালিসি ট্রাইব্যুনাল এর প্রকৃতি বিবেচনা করতে হবে, কারণ একটি আন্তর্জাতিক সালিসি এবং অন্যগুলি গার্হস্থ্য।

১২. এই অবস্থান সত্ত্বেও, ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক দাখিল করা সালিসি আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার কর্তৃক আইবিসি এর ধারা ৭ এর অধীনে এন.সি.এল.টি. তে ইতিমধ্যে আবেদন দায়ের করা সম্পর্কিত আপত্তি এবং এন.সি.এল.টি. কর্তৃক ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে দাখিল করা আবেদন নিষ্পত্তির জন্য ০৯.০৬.২০২০ তারিখের আদেশটি বিবেচনায় রেখে, এই দিকটি আরও গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার এর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী ড. অভিষেক মনু সিংভি এন.সি.এল.টি. কর্তৃক ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে একটি আবেদন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটি হয়েছে বলে দাবি করেছেন, যা এন.সি.এল.টি. এর উপর আইবি কোড এর ধারা ৭ এর অধীনে পরিকল্পিত পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করার আইনি কর্তব্যের পরিপন্থী। আরও দাবি করা হয়েছে যে ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড খেলাপি হওয়ায়, আইবি কোড এর ধারা ৭ এর অধীনে আবেদন দাখিল করার মতো ঘটনা ঘটেছে এবং

দেওলিয়া প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর উত্থাপন করতে চাওয়া বিতর্কটি সালিসিযোগ্য নয়।

১৩. এই বিষয়ে যুক্তিগুলি নিয়ে আলোচনা করার আগে, এটি উল্লেখ করা উচিত যে, বিশেষ অনুমতি আবেদনের মাধ্যমে ০৯.০৬.২০২০ তারিখের আদেশকে বিরোধিতা করা হয়েছে, কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হতো, তাহলে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৬১ এর অধীনে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী এন.সি.এল.এ.টি.-তে একটি আপিল দাখিল করে প্রতিকার চাইতে পারতো। যেহেতু তারা তা করেনি, তাই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমরা কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চারকে আপিলের বিকল্প প্রতিকার গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতাম। কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার এর পক্ষ থেকে এই দাবি যে, তাদের আপিলের প্রতিকার নেই কারণ এটি ১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে দাখিল করা একটি আবেদন নিষ্পত্তি করার আদেশ এবং দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৬১ এ প্রদত্ত অংশের অধীনে একটি আদেশ নয়, তা কেবল খারিজ করার জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে। ০৯.০৬.২০২০ তারিখের আদেশটি নিশ্চিতভাবেই দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির অধীনে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশ এবং সেই বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনটিও নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তবে, উপরে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, এন.সি.এল.টি. কর্তৃক ০৯.০৬.২০২০ তারিখের আদেশটি দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনটি বিবেচনা করার সময়, ইন্দাস বায়োটেক সালিসির মাধ্যমে বিতর্ক সমাধানের চেষ্টা করছে এবং সেই উদ্দেশ্যে সালিসি আবেদনটি এন.সি.এল.টি. কর্তৃক আদেশ পাস করার তারিখে এই আদালতে বিচারাধীন ছিল। শুধুমাত্র এই বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা আবেদনটি গ্রহণ করতে এবং গুণাগুণ বিবেচনা করতে অগ্রসর হয়েছি।

১৪. বিতর্কিত আদেশের সঠিকতা বা অন্যথা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য, প্রথমেই আমাদের দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে প্রক্রিয়ার পরিধি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া প্রয়োজন, যেখানে বিধির ধারা ৩(৬), ৩(৮), ৩(১১), ৩(১২) এবং ৫(৭) এ সংজ্ঞাগুলির বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বিধান করে যে, যখন 'খেলাপি' হয়েছে, তখন একটি 'আর্থিক পাওনাদার' নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষের কাছে একটি 'কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা' এর বিরুদ্ধে কর্পোরেট দেওলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আবেদন দাখিল করতে পারে। সুতরাং, বিধানটি ধারণা করে যে, একটি আবেদন শুরু করার জন্য চারটি কারণ বিদ্যমান থাকতে হবে: (i) একটি 'ঋণ' থাকতে হবে (ii) 'খেলাপি' হয়েছে (iii) ঋণটি 'আর্থিক পাওনাদার' এর কাছে বকেয়া থাকতে হবে এবং (iv) যে খেলাপি হয়েছে তা একটি 'কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা' দ্বারা হতে হবে। দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) থেকে (৩) এর অধীনে প্রয়োজনীয় সম্মতি সহ এই ধরনের আবেদন দাখিল করা হলে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষের উপর একটি কর্তব্য অর্পিত হয় যে, যদি রেকর্ড থেকে বা আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে দেখানো হয়, তাহলে একটি খেলাপির অস্তিত্ব যাচাই করা, যেমন দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. এই আদালত ইনোভেন্টিভ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম আইসিআইসিআই ব্যাংক এবং আরেকজন (২০১৮) ১ এসসিসি ৪০৭ মামলায় দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির পরিকল্পনা এবং কার্যকারিতা বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে প্রক্রিয়া এবং এর পরিধি অনুচ্ছেদ ২৭ থেকে ৩০ এ বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

"২৭. বিধির পরিকল্পনা হলো এটি নিশ্চিত করা যে, যখন একটি খেলাপি ঘটে, অর্থাৎ একটি ঋণ বকেয়া হয় এবং পরিশোধ করা হয় না, তখন দেওলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু হয়। ধারা ৩(১২) এ খেলাপির সংজ্ঞা খুব বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ হলো ঋণ বকেয়া এবং পরিশোধযোগ্য হওয়ার পর তার অ-পরিশোধ, যার মধ্যে এমনকি আংশিক বা কিস্তির অর্থ অ-পরিশোধও অন্তর্ভুক্ত। "ঋণ" এর অর্থের জন্য, আমাদের ধারা ৩(১১) এ যেতে হবে, যা ঘুরে আমাদের বলে যে, একটি ঋণ হলো একটি "দাবি" এরCক্ষেত্রে একটি দায় বা বাধ্যবাধকতা, এবং "দাবি" এর অর্থের জন্য, আমাদের আবার ধারা ৩(৬) এ যেতে হবে যা "দাবি" কে একটি অর্থ পরিশোধের অধিকার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে, এমনকি যদি এটি বিতর্কিতও হয়। খেলাপি এক লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলেই (ধারা ৪) বিধিটি কার্যকর হয়। কর্পোরেট দেওলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা নিজেই বা একজন আর্থিক পাওনাদার বা অপারেশনাল পাওনাদার দ্বারা শুরু হতে পারে। বিধিটি আর্থিক পাওনাদার এবং অপারেশনাল পাওনাদারদের কাছে বকেয়া ঋণের মধ্যে একটি পার্থক্য করে। ধারা ৫(৭) এর অধীনে একজন আর্থিক পাওনাদারকে এমন ব্যক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার কাছে একটি আর্থিক ঋণ বকেয়া এবং ধারা ৫(৮) এ একটি আর্থিক ঋণকে এমন ঋণ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা অর্থের সময় মূল্যের বিনিময়ে বিতরণ করা হয়। এর বিপরীতে, একজন অপারেশনাল পাওনাদার মানে একজন ব্যক্তি যার কাছে একটি অপারেশনাল ঋণ বকেয়া এবং ধারা ৫(২১) এর অধীনে একটি অপারেশনাল ঋণ মানে পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি দাবি।

২৮. যখন একজন আর্থিক পাওনাদার প্রক্রিয়াটি শুরু করে, তখন ধারা ৭ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ধারা ৭(১) এর ব্যাখ্যার অধীনে, একটি খেলাপি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার যেকোনো আর্থিক পাওনাদারের কাছে বকেয়া একটি আর্থিক ঋণ সম্পর্কিত - এটি আবেদনকারী আর্থিক পাওনাদারের কাছে বকেয়া ঋণ হওয়া আবশ্যক নয়। ধারা ৭(২) এর অধীনে, উপ-ধারা (১) এর অধীনে নির্ধারিত ফর্ম এবং পদ্ধতিতে একটি আবেদন করতে হবে, যা আমাদের দেওলিয়া ও দেওলিয়া (নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে আবেদন) বিধিমালা, ২০১৬ এ নিয়ে যায়। বিধি ৪ এর অধীনে, একটি আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক ফর্ম ১ এ আবেদন করা হয়, যার সাথে প্রয়োজনীয় নথি ও নথি থাকে। ফর্ম ১ একটি ৫ অংশের বিস্তারিত ফর্ম, যার জন্য প্রথম অংশে আবেদনকারীর বিবরণ, দ্বিতীয় অংশে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিবরণ,

তৃতীয় অংশে প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাদারের বিবরণ, চতুর্থ অংশে আর্থিক ঋণের বিবরণ এবং পঞ্চম অংশে খেলাপি হওয়ার নথি, নথি এবং প্রমাণ প্রয়োজন।বিধি ৪(৩) এর অধীনে, আবেদনকারীকে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা আবেদনের একটি অনুলিপি নিবন্ধিত ডাক বা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে। যে গতিতে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে তথ্য ইউটিলিটির রেকর্ড থেকে বা আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রমাণের ভিত্তিতে খেলাপির অস্তিত্ব যাচাই করতে হবে, তা গুরুত্বপূর্ণ। এটি আবেদন প্রাপ্তির ১৪ দিনের মধ্যে করতে হবে। ধারা ৭(৫) পর্যায়ে, যখন নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে একটি খেলাপি ঘটেছে, তখন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এটি নির্দেশ করার অধিকারী হয় যে একটি খেলাপি ঘটেনি, এই অর্থে যে "ঋণ", যার মধ্যে একটি বিতর্কিত দাবিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, তা বকেয়া নেই। একটি ঋণ বকেয়া নাও হতে পারে যদি তা আইনত বা কার্যত পরিশোধযোগ্য না হয়। যেই মুহূর্তে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে একটি খেলাপি ঘটেছে, আবেদনটি অবশ্যই গৃহীত হবে, যদি না এটি অসম্পূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে এটি আবেদনকারীকে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ থেকে নোটিশ প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে ত্রুটি সংশোধন করার জন্য নোটিশ দিতে পারে। উপ-ধারা (৭) এর অধীনে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ তারপর আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ৭ দিনের মধ্যে আর্থিক পাওনাদার এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে পাস করা আদেশটি অবহিত করবে।

২৯. ধারা ৭ এর পরিকল্পনা ধারা ৮ এর পরিকল্পনার বিপরীত, যেখানে একজন অপারেশনাল পাওনাদার, একটি খেলাপি ঘটার পর, প্রথমে কোডের ধারা ৮(১) এ প্রদত্ত পদ্ধতিতে অপারেশনাল ঋণগ্রহীতাকে অপরিশোধিত ঋণের একটি চাহিদা নোটিশ সরবরাহ করবে। ধারা ৮(২) এর অধীনে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা, চাহিদা নোটিশ বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত চালানের অনুলিপি প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে, অপারেশনাল পাওনাদারকে একটি বিতর্কের অস্তিত্ব বা বিচারাধীন মামলা বা সালিসি প্রক্রিয়ার নথি সম্পর্কে অবহিত করতে পারে, যা পূর্ব-বিদ্যমান — অর্থাৎ, এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি বা চালান কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রাপ্তির আগে। যেই মুহূর্তে এই ধরনের একটি বিতর্কের অস্তিত্ব থাকে, অপারেশনাল পাওনাদার কোডের কবল থেকে বেরিয়ে আসে।

৩০. অন্যদিকে, যেমন আমরা দেখেছি, একজন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে যিনি একটি আর্থিক ঋণে খেলাপি হন, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে কেবল তথ্য ইউটিলিটির নথি বা আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক উত্পাদিত অন্যান্য প্রমাণ দেখতে হবে যাতে খেলাপি ঘটেছে কিনা তা নিশ্চিত করা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ হলো, ঋণ বিতর্কিত হলেও তা 'বকেয়া' অর্থাৎ পরিশোধযোগ্য, যদি না কোনো আইন দ্বারা তা স্থগিত করা হয় বা ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধযোগ্য হওয়ায় এখনও বকেয়া না হয়। নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ যখন এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়, তখনই কেবল আবেদন খারিজ হতে পারে, অন্যথায় নয়।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৬. শ্রী সিংভি, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে উত্থাপিত যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে জোর দিয়ে দাবি করেছেন যে, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে একটি প্রক্রিয়া কঠোরভাবে বিবেচনা করা উচিত। দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির প্রস্তাবনা উল্লেখ করে দাবি করা হয়েছে যে, দেওয়ানি মামলা, বিলুপ্তির আবেদন, সারফেইসি প্রক্রিয়া এবং সিক্কা-এর মতো পূর্ববর্তী সমস্ত প্রক্রিয়া কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পরেই এটি বিকশিত হয়েছে। দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির বিধানটি ঋণগ্রহীতাকে পাওনাদারের কাছে যেতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে প্রণীত। এই প্রসঙ্গে, শ্রী সিংভি সুইস রিবনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (২০১৯) ৪ এসসিসি ১৭ এবং বুজ অ্যালেন অ্যান্ড হ্যামিল্টন ইনক. বনাম এসবিআই হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০১১) ৫ এসসিসি ৫৩২ মামলার সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করে দাবি করেছেন যে, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে প্রক্রিয়াটি একটি ইন রেম পদক্ষেপ। যেহেতু দেওলিয়া এবং বিলুপ্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলি সালিসিযোগ্য নয়। সেই প্রেক্ষাপটে, এসএস এবং এসএ-এর অধীনে লেনদেনের প্রকৃতি উল্লেখ করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে দাবি করা হয়েছে যে, চুক্তিটি পরিশোধের পদ্ধতি এবং পরিশোধের মূল্য নির্ধারণ করে। পরিশোধের তারিখ ৩১.১২.২০১৮ হিসাবে নির্ধারিত ছিল। ও.সি.আর.পি.এস. যখন রিডিম করা হয়, তখন পরিশোধের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তা পরিশোধযোগ্য। এই পরিস্থিতিতে, সালিসির মাধ্যমে সমাধানের জন্য অন্য কোনো বিষয় নেই। উপরন্তু, দাবি করা হয়েছে যে চুক্তির তফসিল জে-এর ধারা ৫.১ এবং ৫.২ বিধান করে যে পরিশোধের মূল্য কোম্পানি কর্তৃক ধারকের কাছে বকেয়া একটি ঋণ গঠন করবে। অতএব, পরিশোধের তারিখে বকেয়া পরিমাণ, যদি পরিশোধের ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা হয়, তবে তা খেলাপি বলে গণ্য হবে। এই প্রেক্ষাপটে, যখন দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদন দাখিল করা হয়েছিল, তখন নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে কেবল সেই দিকটিই বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে দাখিল করা একটি আবেদন বিবেচনা করা এখতিয়ারবিহীন — এই হলো দাবি।

১৭. পরিকল্পিত পদ্ধতিটি নির্দেশ করে যে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার আগে, আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক রাখা উপকরণ ছাড়াও,

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এটি নির্দেশ করার অধিকারী যে খেলাপি হয়নি এবং ঋণ বকেয়া নেই, ফলস্বরূপ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করা যে কোনো খেলাপি হয়নি।নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ধরনের অনুশীলনে যদি খেলাপি পাওয়া যায়, তাহলে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীনে উপ-ধারা ৫(ক) অনুসারে পরিকল্পিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে; অথবা যদি কোনো খেলাপি না থাকে তাহলে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর উপ-ধারা ৫(খ) অনুসারে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করবে। সেই পরিস্থিতিতে যদি খেলাপির সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করা হয় এবং নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ আবেদনটি গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়, তাহলে কর্পোরেট দেওলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া উপ-ধারা (৬) অনুসারে শুরু হবে এবং এটিকে আরও প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে, এটি গ্রহণের তারিখে একটি ইন রেম প্রক্রিয়ায় পরিণত হয় এবং সেই মুহূর্ত থেকে বিষয়টি সালিসিযোগ্য থাকবে না। এর পরে অনুসরণ করার একমাত্র উপায় হলো দেওলিয়া বিধির অধীনে সমাধান প্রক্রিয়া। অতএব, ধারা ৭ এর অধীনে আবেদন দাখিল করা ট্রিগার পয়েন্ট নয়, বরং খেলাপি নির্ধারণের পর তা গ্রহণ করা।

১৮. সেই পরিস্থিতিতে, যদিও ড. সিংভি দেওলিয়া বিধির বিবর্তন উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ববর্তী সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া পাওনাদারকে তার সঠিক স্থান দিতে ব্যর্থ হওয়ার পরেই এটি এসেছে; যা দেওলিয়া বিধি দ্বারা অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে, তবে এটি বলা যায় না যে দেওলিয়া বিধির অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি দ্বারা এটি বোঝায় যে, পাওনাদারের দাবি, যদি এন.সি.এল.টি. এর কাছে, বিশেষত দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে করা হয়, তাহলে তা অকাট্য এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা তার সংস্করণ বা যুক্তি উত্থাপন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত যে, খেলাপি ঘটেনি এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করার অধিকার নেই। প্রকৃতপক্ষে, উভয় পক্ষ কর্তৃক ইনোভেন্টিভ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত) মামলায় উল্লিখিত সিদ্ধান্তেই, এই আদালত আইনের বিভিন্ন বিধানের পরিধি বিবেচনা করার সময় এবং দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে একটি আবেদনে পরিকল্পিত পদ্ধতি উল্লেখ করার সময়, যা উপরেও উদ্ধৃত করা হয়েছে, নিম্নরূপ:

"ধারা ৭(৫) পর্যায়ে, যেখানে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে খেলাপি ঘটেছে, তখনই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এটি নির্দেশ করার অধিকারী হয় যে খেলাপি ঘটেনি এই অর্থে যে 'ঋণ', যার মধ্যে একটি বিতর্কিত দাবিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, তা বকেয়া নেই। একটি ঋণ বকেয়া নাও হতে পারে যদি তা আইনত বা কার্যত পরিশোধযোগ্য না হয়।"

১৯. বর্তমান মামলায়, ড. সিংভি, পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, চুক্তির তফসিল জে-এর প্রকরন ৫.১ এবং ৫.২ উল্লেখ করে দাবি করেছেন যে, ও.সি.আর.পি.এস. রিডেম্পশন তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া হবে এবং পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে এটি কোম্পানি কর্তৃক ধারকের কাছে একটি বকেয়া ঋণ গঠন করবে। প্রশ্ন হলো; বর্তমান প্রকৃতির বাস্তবিক পরিস্থিতিতে খেলাপি হয়েছে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য শুধু এটিই যথেষ্ট ছিল কিনা। এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে ও.সি.আর.পি.এস. এর মূল মেয়াদ ৩১.১২.২০১৮ পর্যন্ত ছিল, যে তারিখে এটি রিডিম করা যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান আমাদের একই নথির প্রকরন ৪ এবং ৬ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা নির্দেশ করে যে এতে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে আর্লি রিডেম্পশন এর বিধান রয়েছে। এর প্রকরন ৬ এ বিধান করা হয়েছে যে, ও.সি.আর.পি.এস. কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত হতে পারে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে, যা কিউআইপিও বা কৌশলগত বিক্রয় ঘটলে, শর্ত থাকে যে ও.সি.আর.পি.এস. নির্দেশিত পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে। সেবি - আইসিডিআর রেগুলেশনস এর প্রবিধান ৫(২) একই বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। এই প্রসঙ্গে, শ্রী দিওয়ান ১৪.০৩.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড মিটিংয়েরও উল্লেখ করেছেন, যেখানে কিউআইপিও সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছিল এবং পছন্দের শেয়ারের রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, যার অংশীদার ছিলেন কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার গ্রুপ এর প্রতিনিধি নমিনি ডিরেক্টর। উল্লিখিত বিষয়টি পরবর্তী ০৬.০৪.২০১৮ এবং ১০.০৪.২০১৮ তারিখের মিটিংয়েও আলোচনা করা হয়েছিল। অতএব, উল্লিখিত ঘটনাগুলি প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিত করে যে, ও.সি.আর.পি.এস. কে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া এবং এর বরাদ্দ একটি ইস্যু ছিল যা সম্মত রিডেম্পশন তারিখ অর্থাৎ ৩১.১২.২০১৮ আসার অনেক আগেই শুরু হয়েছিল।

২০. অতএব, বর্তমান প্রকৃতির একটি বাস্তবিক পরিস্থিতিতে যখন রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং সেই দিকে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, এমনকি যদি রিডেম্পশন তারিখটি বিবেচনায় রাখা হয় এবং তফসিল জে-এর ধারাটি নির্দেশ করে যে রিডেম্পশন মূল্য একটি বকেয়া ঋণ গঠন করবে, যখন পক্ষগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট লেনদেন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি, যেহেতু এটি কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের ৩০ শতাংশ ছিল নাকি সঠিক সূত্র প্রয়োগ করে ১০ শতাংশ ছিল তা চূড়ান্ত হয়নি এবং পরবর্তীতে সম্মত বা অসম্মত হয়নি, তখন এটি বলা উপযুক্ত হতো না যে, খেলাপি হয়েছে এবং কেবল এই কারণে আবেদনটি গ্রহণ করা হতো না যে, কোটাক ভেঞ্চার কর্তৃক মূলত সম্মত তারিখ অনুযায়ী একটি দাবি করা হয়েছিল এবং একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছিল। নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনা প্রক্রিয়ায়,

খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার আগে নির্দিষ্ট মামলার তথ্য বিবেচনা করা উচিত, এমনকি যদি শব্দটির কঠোর অর্থে ঋণ থাকে, যা বর্তমান মামলায় নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

২১. এমন পরিস্থিতিতে যদি নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ নথিতে উপলব্ধ উপাদান থেকে দেখতে পায় যে, এটিকে খেলাপি বলার মতো পরিস্থিতি এখনও উপযুক্ত হয়নি, বিশেষত যদি এটি সন্তুষ্ট হয় যে এটি একটি লাভজনক কোম্পানি এবং বিবেচনা করার মতো আরও কিছু কারণ রয়েছে, তবে সেই বিষয়ে উপযুক্ত আদেশ দেওয়া হবে; যার পরিণতি হতে পারে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অবস্থান বিবেচনা করে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদন খারিজ করা। অন্যথায়, যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে ঋণ আছে, সেখানে খেলাপিও ধরে নেওয়া হয় এবং প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় হয়ে যায়, তবে একটি কোম্পানি যা দক্ষতার সাথে তার প্রশাসন পরিচালনা করছে এবং পরিকল্পিতভাবে তার ঋণ পরিশোধ করছে, সেটিও কর্পোরেট দেওলিয়া সমাধান প্রক্রিয়ায় ঠেলে দেওয়া হতে পারে এবং এমন একটি প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়তে পারে যেখান থেকে ফিরে আসার কোনো পথ নেই। অতএব, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনটি গ্রহণ করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার আগে অবশ্যই পুরো পরিস্থিতিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করবে। ড. সিংভি অবশ্য দাবি করেছেন যে, যখন ঋণ বকেয়া দেখানো হয় এবং তা পরিশোধ করা হয়নি, তখন নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে খেলাপি নথিভুক্ত করতে হবে এবং আবেদনটি গ্রহণ করতে হবে। তিনি দাবি করেন যে, এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার স্বার্থ বিপন্ন হয় না, কারণ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত গ্রহণ আদেশ এন.সি.এল.এ.টি. এবং তারপরে সুপ্রিম কোর্টে আপিলযোগ্য, যেখানে আদেশের সঠিকতা যেকোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হবে। আমরা লক্ষ্য করি, এটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয় যে, যদি নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ এমন মতামতও গ্রহণ করে যে, আবেদনটি বিবেচনা করার জন্য উপযুক্ত নয় বা এতে সমস্ত উপাদান নেই, বিশেষত খেলাপি, আবেদনটি গ্রহণ করার জন্য, কারণ এই ধরনের আদেশও এন.সি.এল.এ.টি. এবং সুপ্রিম কোর্টে আপিলযোগ্য থাকবে যেখানে সেই বিষয়েও সঠিকতা পরীক্ষা করা হবে।

২২. উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন হলো, কোটাক ভেঞ্চার এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, এই ধরনের একটি মামলায় সালিসি আহ্বানের ন্যায্যতা রয়েছে বলে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদেশ দেওয়ার সময় কোনো গুরুতর ভুল করা হয়েছে কিনা। আমাদের মতে, যে পর্যায়ে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণটি করা হয়েছিল, সেটি প্রাসঙ্গিক হবে। যদি মামলাটি ইন রেম প্রক্রিয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যেত, তাহলে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ ন্যায্য এবং টেকসই হতো না, তবে অন্যথায়।

বর্তমান মামলায়, আবেদনটি এখনও গৃহীত হয়নি এবং সেই কারণে এটি ইন রেম প্রক্রিয়ার মর্যাদা অর্জন করেনি।

২৩. কোন পরিস্থিতিতে একটি বিষয় সালিসিযোগ্য নয় তা নির্ধারণের জন্য যে পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করা হবে, এবং সেই পরীক্ষাগুলির ভিত্তিতে ইন রেম পদক্ষেপগুলি সালিসিযোগ্য নয় - তা বিদ্যা দ্রোলিয়া বনাম দুর্গা ট্রেডিং কর্পোরেশন (২০২১ ২ এসসিসি ১) মামলায় এই আদালত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। এটি নিম্নরূপ:

"৭৬. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, সালিসি চুক্তিতে একটি বিতর্কের বিষয়বস্তু কখন সালিসিযোগ্য নয় তা নির্ধারণের জন্য আমরা একটি চার-স্তরীয় পরীক্ষা প্রস্তাব করতে চাই:

৭৬.১ (১) যখন বিতর্কের কার্যকারণ এবং বিষয়বস্তু ইন রেম পদক্ষেপগুলির সাথে সম্পর্কিত, যা ইন রেম অধিকার থেকে উদ্ভূত পার্সোনাম অধীনস্থ অধিকারগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়।

৭৬.২ (২) যখন বিতর্কের কার্যকারণ এবং বিষয়বস্তু তৃতীয় পক্ষের অধিকারকে প্রভাবিত করে; এরগা ওমনেস প্রভাব ফেলে; কেন্দ্রীভূত বিচার দাবি করে এবং পারস্পরিক বিচার উপযুক্ত ও প্রয়োগযোগ্য হবে না;

৭৬.৩ (৩) যখন বিতর্কের কার্যকারণ এবং বিষয়বস্তু রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য সার্বভৌম এবং জনস্বার্থ কার্যকারিতার সাথে সম্পর্কিত এবং তাই পারস্পরিক বিচার প্রয়োগযোগ্য হবে না; এবং

৭৬.৪ (৪) যখন বিতর্কের বিষয়বস্তু বাধ্যতামূলক আইন (গুলি) অনুসারে স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় অন্তর্নিহিতভাবে সালিসিযোগ্য নয়।

৭৬.৫ (৫) এই পরীক্ষাগুলি কোনো অনমনীয় বিভাজন নয়; তারা একে অপরের সাথে মিলে যায় এবং একে অপরকে অতিক্রম করে, যদিও সামগ্রিকভাবে এবং বাস্তবসম্মতভাবে প্রয়োগ করা হলে ভারতে আইন অনুসারে কখন একটি বিতর্ক বা বিষয়বস্তু সালিসিযোগ্য নয় তা অত্যন্ত নিশ্চিততার সাথে নির্ধারণ ও নির্ণয় করতে সহায়তা করবে। শুধুমাত্র যখন উত্তরটি ইতিবাচক হয় তখনই বিতর্কের বিষয়বস্তু সালিসিযোগ্য নয় হবে।

৭৬.৬. তবে, উপরে উল্লিখিত নীতিগুলি অলিম্পাস সুপারস্ট্রাকচার্স (পি) লিমিটেড [অলিম্পাস সুপারস্ট্রাকচার্স (পি) লিমিটেড বনাম মীনা বিজয় খেতান, (১৯৯৯) ৫ এসসিসি ৬৫১]: (এসসিসি পৃ. ৬৬৯, অনুচ্ছেদ ৩৫) এ যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তেমনি যত্ন সহকারে এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

"৩৫. ...এখানে কিছু বিতর্কের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন জনসাধারণের প্রকৃতির ফৌজদারি অপরাধ, অবৈধ চুক্তি থেকে উদ্ভূত বিতর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের মতো অবস্থা সম্পর্কিত বিতর্ক, যা সালিসিতে উল্লেখ করা যায় না। তবে, এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, যদি কোনো ফৌজদারি বিষয় সম্পর্কিত তথ্যের ক্ষেত্রে, যেমন শারীরিক আঘাত, ব্যক্তিগত আঘাতের জন্য ক্ষতির অধিকার থাকে, তাহলে এমন বিতর্ক সালিসিতে উল্লেখ করা যেতে পারে (কিয়ার বনাম লিমান [(১৮৪৬) ৯ কিউবি ৩৭১ : ১১৫ ইআর ১৩১৫])। একইভাবে, এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে স্বামী এবং স্ত্রী তাদের বিচ্ছেদের শর্তাবলী সালিসিতে উল্লেখ করতে পারেন, কারণ তারা সেই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে একটি বৈধ চুক্তি করতে পারেন।

৭৭. সালিসিযোগ্যতা নয় এমন বিষয় নির্ধারণের জন্য উপরোক্ত নীতিগুলি প্রয়োগ করে, এটি স্পষ্ট যে দেওলিয়া বা ইন্ট্রাকোম্পানি বিতর্কগুলি একটি কেন্দ্রীভূত ফোরাম দ্বারা সমাধান করা উচিত, তা আদালত হোক বা একটি বিশেষ ফোরাম, যা আরও দক্ষ হবে এবং পুরো বিষয়টি কার্যকরভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি করার জন্য সম্পূর্ণ এখতিয়ার রাখে। এগুলিও ইন রেম পদক্ষেপ। একইভাবে, পেটেন্ট মঞ্জুর ও বিষয় এবং ট্রেডমার্ক নিবন্ধন একচেটিয়া বিষয় যা সার্বভৌম বা সরকারী কার্যকারিতার মধ্যে পড়ে এবং এরগা ওমনেস প্রভাব ফেলে। এই ধরনের মঞ্জুরি একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে। এগুলি সালিসিযোগ্য নয়। ফৌজদারি মামলাগুলি আবার সালিসিযোগ্য নয় কারণ এগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম কার্যকারিতার সাথে সম্পর্কিত। উপরন্তু, ফৌজদারি আইনের লঙ্ঘন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং কেবল শিকারের বিরুদ্ধে নয়। বিবাহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার ইত্যাদি সম্পর্কিত বৈবাহিক বিতর্কগুলি সালিসিযোগ্য নয় কারণ এগুলি সার্বভৌম কার্যকারিতার আওতায় পড়ে এবং এর কোনো বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক মূল্য নেই। সিদ্ধান্তগুলির এরগা ওমনেস প্রভাব রয়েছে। প্রবেট, উইল সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি ইন রেম পদক্ষেপ এবং বিশ্বের কাছে একটি ঘোষণা এবং তাই সালিসিযোগ্য নয়।"

বিদ্যা দ্রোলিয়াতে করা বিস্তারিত বিবেচনা এবং আমাদের স্পষ্ট বোঝাপড়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে, একটি বিতর্ক সালিসিযোগ্য হবে না যখন একটি প্রক্রিয়া ইন রেম হবে এবং একটি দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধি প্রক্রিয়া শুধুমাত্র তখনই ইন রেম হিসাবে বিবেচিত হবে যখন এটি গৃহীত হয়, দেখা যায় যে বর্তমান ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন। কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার এর পক্ষে বুজ অ্যালেন অ্যান্ড হ্যামিল্টন বনাম এসবিআই হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০১১) ৫ এসসিসি ৫৩২ এবং এ. আইয়াসামি বনাম এ. পরমাসিভাম এবং অন্যান্যরা (২০১৬) ১০ এসসিসি ৩৮৬ মামলায় উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার এবং এই

রায়কে ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই, কারণ সেগুলি বিদ্যা দ্রোলিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যা একই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে।

২৪. কোটাক ভেঞ্চার-এর পক্ষে উল্লিখিত সুইস রিবনস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (২০১৯) ৪ এসসিসি ১৭ এবং পায়োনিয়ার আরবান ল্যান্ড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (ডব্লিউ.পি.(সি) নং ৪৩/২০১৯) মামলাগুলিতে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির সম্পূর্ণ পরিধি এবং ব্যাপ্তি বিবেচনা করা হয়েছিল এবং বিধানগুলির বৈধতা বহাল রাখা হয়েছিল। উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি এই যুক্তি প্রদর্শনেও ব্যবহৃত হয়েছে যে, যখন দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে একটি আবেদন শুরু হয়, তখন এটি একটি ইন রেম প্রক্রিয়ায় পরিণত হয় এবং এমনকি যে পাওনাদার প্রক্রিয়াটি শুরু করেছেন, তিনিও প্রক্রিয়াটির উপর নিয়ন্ত্রণ হারান, কারণ কর্পোরেট দেওলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতির মাধ্যমে বিবেচনা করা আবশ্যক। সুইস রিবনস (উপরে উল্লিখিত) এ নির্ধারিত নীতিগুলি পায়োনিয়ার আরবান ল্যান্ড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার (উপরে উল্লিখিত) মামলায়ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যেখানে অনুচ্ছেদ ৩৯ এ রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"সুতরাং, যে কোনো বরাদ্দকারী/গৃহ ক্রেতা যিনি কোডের ধারা ৭ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেন, তিনি এই ঝুঁকি নেন যে, ডেভেলপারদের পক্ষ থেকে কোনো লঙ্ঘন হলে, অদূর ভবিষ্যতে তার ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট সম্পূর্ণ নাও হতে পারে। কোডের অধীনে, তিনি হয়তো পুরো মূলধনও ফেরত পাবেন না, সুদের কথা বাদই দিন। কারণ হলো, ধারা ৭ এর অধীনে একটি আবেদন গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই, সমাধান পেশাদারকে প্রথমে একটি সমাধান পরিকল্পনা বিজ্ঞাপন দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে, সাধারণত অন্য কোনো ডেভেলপার দ্বারা, যা তখন কোডের অধীনে পাস হতে হবে, অর্থাৎ এটি পাওনাদারদের কমিটির কমপক্ষে ৬৬ শতাংশ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে এবং নতুন ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব নেওয়ার আগে এবং হয় নির্মাণ সম্পন্ন করা বা ফেরত অর্থ পরিশোধ করার আগে এন.সি.এল.টি. এবং এন.সি.এল.এ.টি. এর সামনে বিরোধিতাগুলির মধ্য দিয়ে যেতে হবে।"

অতএব, উপরে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্ত থেকে অন্তর্নিহিত নীতিটি হলো যে, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে একটি আবেদনকে ইন রেম প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করার জন্য, এটি অপরিহার্য যে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে তার মন প্রয়োগ করতে হবে, খেলাপির একটি সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করতে হবে এবং আবেদনটি গ্রহণ করতে হবে। গৃহীত হলে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সমস্ত পাওনাদারদের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের অধিকার তৈরি হয় এবং এর এরগা ওমনেস প্রভাব থাকবে। শুধুমাত্র আবেদন দাখিল করা এবং গৃহীত হওয়ার আগে তার বিচারাধীন থাকা, অতএব, ইন রেম প্রক্রিয়ার সূচনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

সুতরাং, কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া বিবেচনার জন্য আবেদনের ভর্তি হলো প্রাসঙ্গিক পর্যায় যা কার্যধারার অবস্থা এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করবে। শুধু আবেদন দাখিল করাকে দেউলিয়া প্রক্রিয়ার সূচনা হিসাবে ধরা যাবে না।

২৫. যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের বিবেচনার জন্য উত্থাপিত বিষয়টি দেউলিয়া ও দেউলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে দাখিল করা একটি আবেদনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত হয়েছে, যা এখনও ভর্তি হয়নি এবং তাই এটি এখনও ইন রেম পদক্ষেপ নয়। এমন পরিস্থিতিতে, যদি ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে সালিসির জন্য একটি আবেদন দাখিল করা হয়, তাহলে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে কী পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, সেটি বিবেচনার বিষয়। দেউলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ২৩৮ অনুযায়ী, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধি অন্যান্য সমস্ত আইনের উপর প্রাধান্য পাবে, এই আইনি অবস্থানের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, কথিত কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করলেও, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে দাখিল করা আবেদন এবং এর সাথে উত্পাদিত উপাদানগুলি বাদ দিয়ে এর স্বাধীন বিবেচনা উঠবে না। নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ তার সামনে উপলব্ধ উপাদানগুলি বিবেচনা করতে বাধ্য, যা আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনের সাথে সরবরাহ করা হয়েছে খেলাপি নির্দেশ করার জন্য, সাথে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সংস্করণও। এর কারণ হলো, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির অধীনে কার্যধারার পরিধি এবং নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনার জন্য একটি সময়সীমা থাকার কারণে, শুধুমাত্র প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার জন্য কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক অযৌক্তিক প্রতিরক্ষা উত্থাপন করে প্রক্রিয়াটিকে ব্যর্থ করা যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, এমনকি যদি ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করা হয়, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষের দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনে উত্থাপিত যুক্তিগুলি বিবেচনা করার, আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক তার সামনে রাখা উপাদান পরীক্ষা করার এবং খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে একটি সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করার দায়িত্ব রয়েছে। এটি করার সময় কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক উত্থাপিত যুক্তিটিও উল্লেখ করা উচিত যাতে প্রতিরক্ষায় সারবত্তা আছে কিনা তা নির্ধারণ করা যায় এবং খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায়। যদি নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্ত হয় যে খেলাপি হয়েছে এবং ঋণ পরিশোধযোগ্য, তাহলে সালিসির অজুহাতে প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার বিষয়টি উঠবে না, যদিও পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে তর্কাতীতভাবে একটি সালিসি ধারা রয়েছে।

২৬. তাছাড়া, যদি এই সিদ্ধান্ত হয় যে খেলাপি হয়েছে এবং ঋণ পরিশোধযোগ্য, যার কারণে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর উপ-ধারা ৫(ক) অনুসারে আবেদনটি ভর্তি করার জন্য আদেশ দিতে অগ্রসর হয়, তাহলে কার্যধারাটি ইন রেম প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হবে যার এরগা ওমনেস প্রভাব থাকবে, যার ফলে তথাকথিত আন্তঃ-পক্ষীয় বিতর্কের সালিসিযোগ্যতার প্রশ্ন উঠবে না।

অন্যদিকে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ধরনের বিবেচনার পর যদি এই সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করা হয় যে কোম্পানি কর্তৃক কোনো খেলাপি সংঘটিত হয়নি, তাহলে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর উপ-ধারা ৫(খ) অনুসারে আবেদনটি খারিজ হয়ে যাবে। এর ফলে পক্ষগুলির জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় সালিসি ট্রাইব্যুনাল নিয়োগের পথ উন্মুক্ত হবে এবং এন.সি.এল.টি.-কে ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে এমন আবেদনে কোনো আদেশ পাস করার প্রয়োজন হবে না।

২৭. পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষের সামনে বিচারাধীন যেকোনো কার্যধারায়, যদি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার থেকে ঋণ বকেয়া থাকা এবং খেলাপি হওয়ার বিষয়ে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করার পর এই ধরনের আবেদন গৃহীত হয়, তবে এর পরে ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে করা কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদন এখনও গৃহীত হয়নি এবং এমন কার্যধারায়, যদি ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করা হয়, তাহলে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ প্রথমে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনটি খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে একটি সন্তুষ্টি রেকর্ড করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য, এমনকি যদি ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে আবেদনটি বিবেচনার জন্য রাখা হয়। এমন ঘটনায়, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর আবেদনের উপর করা বিবেচনার প্রাকৃতিক পরিণতি ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর আবেদনের উপর বর্তাবে।

২৮. উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, এই মামলার বাস্তবিক পরিস্থিতিতে ফিরে এলে, ০৯.০৬.২০২০ তারিখের আদেশটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ, এন.সি.এল.টি. ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনটিকে প্রধান বিবেচনা হিসাবে গ্রহণ করলেও, দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনটিও এর সাথে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উক্ত আদেশের একটি অংশ করা হয়েছে। আদেশটি আরও পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিল যে, খেলাপি না হলে এবং ঋণ পরিশোধযোগ্য না হলে তার সামনে বিষয়টি আর বিবেচনা করা যাবে না। এটি আদেশের অনুচ্ছেদ ৫.১৩ এ থাকা পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ট। অনুচ্ছেদ ৫.১৪ এ আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ, রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদান থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, জড়িত বিষয়টি খেলাপি হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়নি এবং সেই প্রসঙ্গে কোম্পানির সালিসি ধারা আহ্বানের দাবি ন্যায্য বলে সঠিকভাবেই রায় দিয়েছে। তবে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ সালিসি সম্পর্কে সঠিকভাবেই কিছুই করেনি এবং এটি এই আদালতের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

অতএব, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ অনুচ্ছেদ ৫.১৫ এ স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করেছে যে তারা সন্তুষ্ট নয় যে একটি খেলাপি হয়েছে।

২৯. এন.সি.এল.টি. কর্তৃক নথিভুক্ত করা প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলি উদ্ধৃত করা উপযুক্ত হবে, যা প্রমাণ করে যে এন.সি.এল.টি. সচেতন ছিল যে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে একটি আবেদন বিবেচনা করার সময় নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধারা ৩(১২) এর অর্থ অনুযায়ী খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিচারিক সিদ্ধান্ত থাকা উচিত। উপরে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ:

"৫.১৩ অতএব, একটি ধারা ৭ এর আবেদনে, আইবিসি এর ধারা ৩(১২) এর অর্থ অনুযায়ী খেলাপি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি বিচারিক সিদ্ধান্ত থাকতে হবে।

৫.১৪ বর্তমান মামলায়, বিতর্ক তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে - (১) উত্তরদাতা/আর্থিক পাওনাদার এর ও.সি.আর.পি.এস. এর মূল্যায়ন; (২) উত্তরদাতা/আর্থিক পাওনাদার এর ও.সি.আর.পি.এস. কে আবেদনকারী/কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার পরেও তা রিডিম করার অধিকার; এবং (৩) কিউআইপিও তারিখ নির্ধারণ। এই সমস্ত বিষয়গুলি একটি বিচারিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক যে একটি খেলাপি হয়েছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে সালিসি আহ্বান ন্যায্য বলে মনে হয়।

৫.১৫ উত্থাপিত যুক্তি এবং এই সত্য যে, তথ্যগুলি বিতর্কিত নয়, তা বিবেচনা করে আমরা সন্তুষ্ট নই যে একটি খেলাপি হয়েছে। আমরা শ্রী মোস্তফা ডক্টর এর বক্তব্য নোট করি যে আবেদনকারী/কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা একটি সচ্ছল, ঋণমুক্ত এবং লাভজনক কোম্পানি। এটি অকারণে একটি সচ্ছল, ঋণমুক্ত কোম্পানিকে দেউলিয়া করে দেবে, যা এই পর্যায়ে খুব কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নয়। অন্তর্নিহিত কোম্পানি পিটিশন এর বিষয়বস্তু যে বিতর্কগুলি গঠন করে, যেমন শেয়ারের মূল্যায়ন, গণনা এবং রূপান্তর সূত্র এবং কিউআইপিও তারিখ নির্ধারণ, সেগুলি সবই সালিসিযোগ্য, যেহেতু এতে শেয়ারের মূল্যায়ন এবং কিউআইপিও তারিখ নির্ধারণ জড়িত। অতএব, আমরা মনে করি যে পক্ষগুলির মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের নিজ নিজ ধারণাগুলির মধ্যে একটি সমঝোতা করার চেষ্টা করা উচিত। এছাড়াও, এই পর্যায়ে আবেদনকারী/কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে সিআইআরপি-তে ঠেলে দিয়ে কোনো অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন হবে না।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

এন.সি.এল.টি. এই ধরনের সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করার পর এই আদালতে বিচারাধীন সালিসি আবেদনটি নোট করে এবং তদনুসারে কার্যক্রম শেষ করে।

৩০. বর্তমান মামলায় নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ, এন.সি.এল.টি. কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে কোনো ভুল পাওয়া যায় না, যদি ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক একটি আবেদনের সাথে উত্পাদিত এবং বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান কর্তৃক উল্লিখিত নথিগুলি বিবেচনা করা হয়। এটি ইঙ্গিত করে যে, কিউআইপিও-এর পরিপ্রেক্ষিতে ও.সি.আর.পি.এস. এর বিপরীতে ইকুইটি শেয়ার বরাদ্দ তখনও পক্ষগুলির মধ্যে আলোচনার বিষয় ছিল এবং এটিকে খেলাপি হিসাবে আখ্যায়িত করার মতো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়নি। এই বিষয়টি বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর ১২১তম সভায় শুরু হয়েছিল, যেখানে কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার ফান্ড-এর মনোনীত পরিচালকও উপস্থিত ছিলেন। আইপিও সম্পর্কিত বিষয়গুলি আইটেম নং ৬ এবং ৬(সি)-তে আলোচনা করা হয়েছিল। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, শেয়ারহোল্ডারস অ্যাগ্রিমেন্টের বিধান অনুযায়ী বোনাস শেয়ার জারি করার পর বকেয়া পছন্দের শেয়ারগুলির রূপান্তর ঘটবে। বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর ১২২তম সভায়, যেখানে কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার-এর নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং মনোনীত পরিচালকও উপস্থিত ছিলেন, সেখানে বিষয়টি আইটেম নং ৭-এ বিবেচনা করা হয়েছিল। এটি স্থির করা হয়েছিল যে বোর্ড যেকোনো ক্যাটাগরিতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত প্রস্তাবের শতাংশ বরাদ্দ করার অনুমোদন দিয়েছে। উপরন্তু, যদিও ১০.০৪.২০১৮ তারিখের এক্সট্রাঅর্ডিনারি জেনারেল বডি মিটিংয়ে, কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার-এর প্রতিনিধি পরিচালকগণ অনুপস্থিতির ছুটি নিয়েছিলেন, তবে উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার যা বোনাস ইকুইটি শেয়ার হিসাবে ইস্যু এবং বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, তা কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশন মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিক্যালস অফ অ্যাসোসিয়েশনের বিধান সাপেক্ষে হবে। কোম্পানি সেক্রেটারিকে এই বিষয়ে সমস্ত কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

৩১. ২১.১১.২০১৮ তারিখে ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার-কে সম্বোধন করা চিঠিতে মূল বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল, যা রূপান্তর এবং রূপান্তরযোগ্য সিকিউরিটিগুলিকে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করার বিষয়ে সমাধান করা প্রয়োজন, যেহেতু বিদ্যমান প্রক্রিয়াটি এই রূপান্তর ছাড়া এগিয়ে যেতে পারে না। ১৭.১২.২০১৮ তারিখে কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার কর্তৃক ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড-কে সম্বোধন করা চিঠিতে প্রকৃতপক্ষে রূপান্তরের অংশীদারিত্ব এবং বিতর্কটি কোম্পানির শেয়ার মূলধনের ১০ শতাংশ হওয়া উচিত কিনা, যা ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা প্রস্তাবিত ৩০ শতাংশ, যেমন কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার ফান্ড দাবি করেছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। এটিই সেই দিকের বিষয়, যা পক্ষগুলির মধ্যে এখনও বিতর্কিত বলে দাবি করা হচ্ছে, যে বিষয়ে ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড সালিসি চেয়েছে, যা নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষও উল্লেখ করেছে।

৩২. এমন পরিস্থিতিতে, আমাদের মতে, এই মুহূর্তে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অকাল হবে যে কোনো ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়েছে, যতক্ষণ না উল্লিখিত বিষয়টি সমাধান করা হয় এবং ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার-কে জারি করা ইকুইটি শেয়ার-এর ভিত্তিতে পরিশোধযোগ্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এই প্রক্রিয়ায়, যদি নির্ধারিত পরিমাণ পরিশোধ না করা হয়, তাহলে সেই পর্যায়ে এটি খেলাপি বলে গণ্য হবে। অতএব, যদি বিষয়টি যেকোনো দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ, এন.সি.এল.টি. কর্তৃক দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনের উপর প্রদত্ত আদেশটি বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তবিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে যেমন ন্যায্য, তেমনি ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক এই আদালতে ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ১১ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনে সালিসি ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য করা প্রার্থনাও ন্যায্য।

৩৩. সেই পরিস্থিতিতে, যদিও ০৯.০৬.২০২০ তারিখের আদেশের কার্যকরী অংশে ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনটি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ফলস্বরূপ দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে; বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এটিকে উল্টোভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অতএব, যেহেতু নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে কোনো খেলাপি হয়নি, তাই এই পর্যায়ে দেওলিয়া ও দেওলিয়া বিধির ধারা ৭ এর অধীনে আবেদন খারিজ করা ন্যায্য। যদিও ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৮ এর অধীনে আবেদনটি মঞ্জুর করা হয়েছে, তবে এটি যেকোনো ক্ষেত্রে এই আদালতে ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ১১ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনের বিবেচনার সাপেক্ষে হবে। পছন্দের শেয়ারে বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধকে আর্থিক ঋণ হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা সেই যুক্তিটি লিখিত জমাগুলিতে উত্থাপন করা হয়েছিল। তবে, আমরা সেই দিকটি বিবেচনা করিনি, কারণ এটি নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশের ভিত্তি ছিল না।

৩৪. যেহেতু আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তাই পরবর্তী বিষয়টি সালিসি ট্রাইব্যুনালের নিয়োগ সম্পর্কিত, যা আবেদনে চাওয়া হয়েছে। মূলত, যে প্রধান যুক্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে তা হলো এন.সি.এল.টি.-এর সামনে বিচারাধীন কার্যক্রম এবং তাই বিতর্কটি সালিসিযোগ্য নয়। তবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি সালিসি প্রক্রিয়া শুরু না হয় এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিতর্ক সেইভাবে সমাধান না হয়, কারণ এন.সি.এল.টি.-এর সামনে কার্যক্রম শেষ হয়ে গেছে, তাহলে পক্ষগুলির কাছে কোনো প্রতিকার থাকবে না। ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান দাবি করেছেন যে, পক্ষগুলির মধ্যে লেনদেনটি একটি সাধারণ লেনদেন এবং তাই একটি একক সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিতর্কটি সমাধান করা হলে তা কার্যকর হবে।

এছাড়াও, উত্তরদাতা নং ৪ (কোটাক ইন্ডিয়া ভেঞ্চার) এর পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে, সালিসি ধারাটি এর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আহ্বান করা হয়নি, যেহেতু প্রবর্তকদের একজন সালিস প্রস্তাব করতে হবে এবং কোম্পানি নয়, শ্রী এ.এন.এস. নাদকার্নি, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, যারা সালিসি আবেদনে উত্তরদাতা নং ৫ থেকে ১১ হিসাবে তালিকাভুক্ত প্রবর্তকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সালিসি চেয়ে আবেদন সমর্থন করে হলফনামা দাখিল করা হয়েছে এবং তাই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা উচিত। যদিও শ্রী নীরজ কিষাণ কৌল, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী এবং শ্রী নীতিন মিশ্র, বিজ্ঞ কাউন্সেল তাদের যুক্তিতে ধারাটি আহ্বান করার পদ্ধতিতে এবং সালিসের নাম প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে ত্রুটি উল্লেখ করে সালিসিতে রেফারেন্সের বিরোধিতা করেছিলেন, এই পরিস্থিতিতে পক্ষগুলির জন্য তাদের বিতর্ক সমাধানের একমাত্র প্রতিকার হলো সালিসি, যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা সালিসি ধারার সারমর্ম বিবেচনা করা এবং একটি উপযুক্ত ট্রাইব্যুনাল গঠন করা উপযুক্ত মনে করি।

৩৫. এই বিষয়ে, বিষয়টি একটি একক ট্রাইব্যুনালে উল্লেখ করা হবে নাকি প্রতিটি চুক্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ করা হবে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। শ্রী নীতিন মিশ্র তার লিখিত যুক্তিতে দাবি করেছেন যে, কোনো যৌগিক সালিসি হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে, এম/এস ডুরো ফেলগুয়েরা এস.এ বনাম এম/এস গঙ্গাভারম পোর্ট লিমিটেড (২০১৭) ৯ এসসিসি ৭২৯ মামলার সিদ্ধান্ত, বিশেষত এর অনুচ্ছেদ ৩৮ এবং ৫৫ উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শ্রী রীতিন রায় একই সিদ্ধান্তের অনুচ্ছেদ ৪৪ কে সাধারণ ট্রাইব্যুনাল চাওয়ার জন্য ব্যবহার করেছেন। উক্ত মামলায় পাঁচটি পৃথক চুক্তি ছিল, প্রতিটির স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল এবং পৃথক সালিসি ধারা ছিল এবং সেই আলোকে, এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি এবং গার্হস্থ্য সালিসির জন্য একটি একক সালিসি ট্রাইব্যুনাল হতে পারে না এবং তদনুসারে বিভক্ত করা হয়েছিল। বর্তমান মামলাতেও পক্ষগুলির মধ্যে চারটি পৃথক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। প্রকরন ২০.০৪ এ সালিসির বিধান সমস্ত চুক্তিতে একই রকম এবং সাপ্লিমেন্টাল চুক্তিগুলিও একই গ্রহণ করেছে। প্রকরন ২০.৪.১ নিম্নরূপ:

"২০.৪.১ প্রকরন ২০.৪.২ এ প্রদত্ত ব্যতীত, এতদ্বারা পক্ষগুলি অপরিবর্তনীয়ভাবে সম্মত হয় যে, এই চুক্তি (এর কোনো প্রদর্শনী, পরিশিষ্ট বা তফসিলের কোনো বিধান সহ)

বা এর অস্তিত্ব, লঙ্ঘন, সমাপ্তি বা বৈধতা থেকে উদ্ভূত, সম্পর্কিত বা এর সাথে সম্পর্কিত যেকোনো বিতর্ক, মতবিরোধ বা দাবি ("বিতর্ক") চূড়ান্তভাবে সালিসির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।সালিসি ১৯৯৬ সালের সালিসি ও আপস আইনের আন্তর্জাতিক সালিসি নিয়মাবলী অনুসারে পরিচালিত হবে। সালিসি মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে এবং তিনজন (৩) সালিস দ্বারা পরিচালিত হবে। এই ধরনের সালিস নিয়োগের উদ্দেশ্যে, কে.আই.ভি.এফ. আই, কে.ই.আই.টি. এবং কে.আই.ভি.এল. একদিকে যৌথভাবে, এবং প্রবর্তকরা, একটি গোষ্ঠী হিসাবে, অন্যদিকে, প্রত্যেকে একজন করে সালিস নিয়োগ করবে, এবং তৃতীয় সালিস, যিনি চেয়ারপারসন হবেন, তাকে পক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত দুই সালিস নির্বাচন করবেন। যদি কোনো পক্ষ বিতর্ক সালিসিতে রেফার করার অন্য পক্ষের লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পনের (১৫) দিনের মধ্যে একজন সালিস নিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়, অথবা যদি পক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত দুই সালিস তাদের নিযুক্তির পনের (১৫) দিনের মধ্যে তৃতীয় সালিসকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই ধরনের সালিসকে কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক নিয়োগ করা হবে। এইভাবে গঠিত একটি সালিসি ট্রাইব্যুনালকে এখানে "ট্রাইব্যুনাল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি নিযুক্ত একজন সালিস একটি ট্রাইব্যুনাল এর সালিস হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে না পারেন, তাহলে যে পক্ষ (বা পক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত দুই সালিস, তৃতীয় সালিসের ক্ষেত্রে) এই ধরনের সালিসকে নিয়োগ করেছিল, সেই পক্ষ এই প্রকরন ২০.৪.১ এর বিধান অনুসারে একজন প্রতিস্থাপন সালিস নিয়োগের অধিকার রাখবে।"

৩৬. সালিসি চুক্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সালিসি মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে এবং তিনজন সালিস দ্বারা পরিচালিত হবে। নিয়োগের উদ্দেশ্যে কে.আই.ভি.এফ. আই, কে.ই.আই.টি. এবং কে.আই.ভি.এল. যৌথভাবে একজন সালিস নিয়োগ করবে এবং ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড এর প্রবর্তকরা তাদের সালিস নিয়োগ করবে। ২০.০৭.২০০৭ তারিখের দ্বিতীয় চুক্তিতে, কে.এম.আই.এল. বিনিয়োগকারী হিসাবে অন্য দিকে রয়েছে। ২০.০৭.২০০৭ তারিখের তৃতীয় চুক্তিতে, কে.আই.ভি.এফ.আই. বিনিয়োগকারী হিসাবে অন্য দিকে রয়েছে এবং ০৯.০১.২০০৮ তারিখের চতুর্থ চুক্তিতে প্রথম চুক্তির মতো একই ধারা রয়েছে। এইভাবে নিযুক্ত দুই সালিস তৃতীয় সালিসকে নিয়োগ করবে, যিনি চেয়ারপারসন হবেন। বিভিন্ন চুক্তিতে অনুচ্ছেদ (গ) যদিও কোটাক ইনভেস্টমেন্ট ভেঞ্চার এর প্রতিটি সত্তা এবং শেয়ারে বিনিয়োগকৃত অর্থের উল্লেখ করে, তবে এতে বিধান করা হয়েছে যে কে.এম.আই.এল., কে.আই.ভি.এফ. আই, কে.ই.আই.টি. এবং কে.আই.ভি.এল. দ্বারা সাবস্ক্রাইব করা ইকুইটি শেয়ার এবং পছন্দের শেয়ারগুলি এখন থেকে সম্মিলিতভাবে 'আর্থিক বিনিয়োগকারীদের শেয়ার' হিসাবে উল্লেখ করা হবে।

যদি এই দিকটি বিবেচনা করা হয়, যেখানে জড়িত বিষয়গুলির প্রকৃতি মূলত পছন্দের শেয়ারগুলিকে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর এবং এর অধীনে যে সূত্রটি কাজ করতে হবে তা নিয়ে, তাহলে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের বিবেচনা একই সদস্যদের নিয়ে গঠিত সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সমাধান করা যেতে পারে, তবে প্রতিটি চুক্তির জন্য আলাদাভাবে গঠিত। সালিসি ট্রাইব্যুনাল-এর জন্য আন্তর্জাতিক সালিসির বিধানকারী চুক্তিতে পৃথক কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং গার্হস্থ্য বিতর্কগুলিকে একত্রিত করে কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতিগুলি তৈরি করা উন্মুক্ত থাকবে। গুণাগুণের ভিত্তিতে উত্থাপিত অন্যান্য সমস্ত বিষয় সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিবেচিত হবে এবং তাই এই কার্যধারায় সেগুলির উল্লেখ করা হয়নি।

৩৭. যেহেতু ইন্দাস বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড তাদের ১৫.১০.২০১৯ তারিখের চিঠির মাধ্যমে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী বিচারপতি ভি.এন. খারে-কে মনোনীত করেছিল, তাই উক্ত বিজ্ঞ সালিসকে কোম্পানি এবং প্রবর্তকদের দ্বারা যৌথভাবে প্রস্তাবিত হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মিস্টার জাস্টিস আর.এম. লোধা-কে দ্বিতীয় সালিস হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে, যেহেতু উত্তরদাতারা মনোনয়ন দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। উক্ত বিজ্ঞ সালিসগণ পারস্পরিকভাবে একজন তৃতীয় সালিসকে সালিসি ট্রাইব্যুনাল-এর চেয়ারপারসন হিসাবে মনোনীত করবেন।

৩৮. ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত আদেশ দেওয়া হলো:

(i) ২০২০ সালের এসএলপি (সি) নং ৮১২০ থেকে উদ্ভূত দেওয়ানী আপিল খারিজ করা হলো।

(ii) ২০১৯ সালের সালিসি পিটিশন নং ৪৮ মঞ্জুর করা হলো।

(iii) এই কার্যধারার খরচ পক্ষগণকে নিজেদের বহন করতে হবে।

নিধি জৈন **আপিল খারিজ এবং সালিশ অনুমোদিত।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal